গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ অধিদপ্তর

লালমনিরহাট জেলা কার্যালয়, লালমনিরহাট

পলিথিন কেন ক্ষতিকর?

🌱 মাটির উর্বরতা হ্রাস

পলিথিন মাটিতে সূর্যালোক, পানি ও বাতাস প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে মাটির উর্বরতা কমিয়ে দেয়। ফলে ফসল উৎপাদন আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পায়।

🏢 স্থাপনার স্থায়িত্ব হ্রাস

পলিথিন মিশ্রিত মাটিতে নির্মিত ভবন ও অবকাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে ভূমিকম্পে মারাত্মক ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

🐟 জলজ পরিবেশের ক্ষতি

পলিথিন পুকুর, নদী ও সমুদ্রের তলদেশে জমা হয়ে মাছের প্রজনন, প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি ও অক্সিজেন সরবরাহে চরম সংকট সৃষ্টি করে।

🍖 খাদ্যদ্রব্য বিষাক্তকরণ

পলিথিনে আবৃত গরম খাদ্যসামগ্রী, মাছ ও মাংসের সংস্পর্শে ক্ষতিকর রাসায়নিক মেশে, যা খাবারকে বিষাক্ত করে তুলে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ায়।

💧 ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস

পলিথিন ভূ-গর্ভে স্বাভাবিক উপায়ে বৃষ্টি ও ভূ-উপরিস্থ পানি পৌঁছাতে বাধা দেওয়ায় ধীরে ধীরে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যায়।

🌊 জলাবদ্ধতা সৃষ্টি

নিক্ষিপ্ত পলিথিন নালা, ড্রেন ও জলাশয়ে জমা হয়ে স্বাভাবিক পানি প্রবাহ রুদ্ধ করে দেয়, ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই স্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।

🏥 স্বাস্থ্যঝুঁকি

পলিথিন ব্যবহারের ফলে মানবদেহে ক্যান্সার, চর্মরোগ, হরমোনজনিত জটিলতা, শ্বাসকষ্টসহ একাধিক মারাত্মক ও জটিল রোগ সৃষ্টি হয়।

💨 বায়ুদূষণ

পলিথিন পোড়ালে ডাইঅক্সিন ও ফিউরানের মতো অত্যন্ত বিষাক্ত রাসায়নিক বাতাসে নির্গত হয়, যা ফুসফুসের ক্যান্সার ও তীব্র শ্বাসকষ্ট ঘটায়।

⚖️ আইনি বিধান ও অপরাধের দণ্ড

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ধারা ৬(ক) অনুযায়ী পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, প্রদর্শনী, মজুত, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা ব্যবহার নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ। উক্ত আইনের ধারা ১৫ অনুযায়ী নির্ধারিত দণ্ড:

অপরাধের ধরন	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে দণ্ড	পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে দণ্ড
ক) পলিথিন উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাতকরণ করলে:	অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।	অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বৎসর থেকে অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড এবং অনূর্ধ্ব ২ (দুই) লক্ষ টাকা থেকে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।
খ) পলিথিন বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুত, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা ব্যবহার করলে:	অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।	—

💡 আমাদের করণীয়

- ✔ পলিথিনের বিকল্প হিসেবে কাগজ, পাট অথবা চটের ব্যাগ ব্যবহার করুন।
- ✔ পলিথিন উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী এবং বিক্রয়কারীর তথ্য পরিবেশ অধিদপ্তর বা প্রশাসনকে দিন।
- ✔ পলিথিন নির্মূলে সার্বিক সহায়তা করুন। সুন্দর ও নির্মল পরিবেশ নিশ্চিত করুন।
- ✔ পলিথিন বর্জন করুন, পলিথিন মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সহযোগিতা করুন।

"প্লাস্টিক দূষণ রোধ করি, বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য টেকসই পরিবেশ গড়ি"